প্রশ্ন- ২০ ঃ ইবনে সাম্‌ছ ২০নং দাবী করে বলেছে- *"প্রচলিত কদমবুচিও একটি বিদ্‌আত। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), নবী করিম* সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*-এর কদমবুচি করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"* -তার একথা সত্য কিনা?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ একজন মিথ্যুক ও প্রতারক। কদমবুচি স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেছেন। তিনি সাহাবীগণের কদমবুচি নিজে নিয়েছেন। এক সাহাবী আর এক সাহাবীকেও কদমবুচি করেছেন। এবার দেখুন– দলীল।

১নং দলীল ঃ আবু দাউদ হতে মিশকাত শরীফে 'মুখ লাগিয়ে পদচুম্বন' করা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

www.sunnibarta.com

وَعَنْ زِرَاعٍ وَكَانَ فِىْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ-

অর্থাৎ **"হযরত যিরা' (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি আবদুল কায়েছ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন- তিনি বলেন, আমরা (প্রতিনিধিদল) যখন মদিনা শরীফে আগমন করলাম, তখন আমরা আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্ত মোবারক এবং কদম মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম"** (আবু দাউদ শরীফ সুত্রে মেশকাত শরীফ বাবুল মোসাফাহা।

-সিহাহ্ সিত্তার অন্যতম কিতাব আবু দাউদ শরীফের অত্র হাদীসে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদমবুছি ও দস্তবুছি গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবীগণ কদমবুছি করেছেন মুখ লাগিয়ে। ইবনে সামছ বলেছে- কদমবুছির নাকি কোন প্রমাণ নেই। সে কত বড় মিথ্যুক ও প্রতারক- তা বুঝতে আশা করি পাঠকদের কষ্ট হবে না। এই হাদীসটিকে সে সম্পূর্ণ হজম করে ফেলেছে।

২নং দলীল ঃ আল্লামা নবভী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "সাহাবীগণ কর্তৃক নবীজীর কদমবুছি দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, "যে কোন আমলধারী বুযুর্গ, শরীফ ও পরহেযগার লোকের হাত ও কদমচুম্বন করা মাকরূহ নয়- বরং মোস্তাহাব" (মিশকাত শরীফের সংশ্লিষ্ট টীকা)।

৩নং দলীল ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রাঃ) যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে রওয়ানা হন, তখন তাঁর মা হযরত আছমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট বিদায় নিতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রাঃ) উপুড় হয়ে মায়ের হাত পা চুমুতে চুমুতে সিক্ত করে দিতে লাগলেন। (মাসিক মদিনা মার্চ ২০০৩ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

-মা সাহাবী, পুত্রও সাহাবী। পুত্র উপুড় হয়ে মায়ের হাত-পা চুম্বন করলেন। দেখা যাচ্ছে- পদচুম্বন শুধু রাসুলের জন্য খাস নয়- বরং মায়ের পদচুম্বনও সাহাবীর আমল দ্বারাই প্রমাণিত। মাসিক মদিনা একই সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠায় তা

www.sunnibarta.com

স্বীকার করে আবার ৪০ পৃষ্ঠায় কদমবুছিকে শির্ক বলেছে। সাহাবীগণ এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কার্যকলাপ কি শির্ক? ইবনে সামছ নবীজীর নামে মিথ্যাচার করে নিজের ঠিকানা যে জাহান্নামে বানিয়ে নিয়েছে- তাতে কি সন্দেহ আছে?